বন্দী স্বাধীনতা

আহমেদ সাবের

কঙ্কাবতী, সেই ভাল ছিল। তবূও তো দেখা হতো
পালায়, পার্বনে কিংবা হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া ক্লাসের শেষে।
টি, এস, সি থেকে হাতে হাত রেখে,
হারিয়ে যেতাম সোহরাওয়ার্দি কিংবা রমনার গভীর মায়ায়।

এখন সিডনীর এ' প্রান্তে আমি, আর ও প্রান্তে তুমি।
কালে ভদ্রে বিদ্যুত ঝলকের মতো দেখা হয়ে যায় ক্লাস বদলের ফাঁকে,
এর বেশী নয়।
ক্লাসের শেষে কিংবা ছুটির দিনে
হারিয়ে যাই প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতো,
আলো ঝলমল রেস্তোরার গভীরের খুপরী ঘরে।
ডিস-ওয়াসারের ধোঁয়াটে বাষ্পের আলিঙ্গনে স্বপ্ন দেখি,
আসছে কিস্তির ফি টা জোগাড়ের।
ফি তো নয়, যেন সুখের ঘরের চাবি -
যোগাড় না হলে হারিয়ে যাবে তোমাকে পাওয়ার স্বপ্ন, প্রশান্ত সাগরের গভীরে।
তাই তুমি, এত কাছে থেকেও এত দুরে।

আজ তোমার জন্মদিন।
তোমার এস, এম, এস এলো,
ক্লাস শেষে সন্ধ্যে সাতটায় অপেরা হাউসের সামনে থাকবে তুমি।
আমারও কাজ শেষ ছ'টায়, বন্ডাইতে।
ঠিকই তোমার পাশে পৌছে যাব, সন্ধ্যে সাতটার আগে।
কয়েকটা ঘন্টা কাটবে তোমাকে পাশে নিয়ে,
সিডনী হারবারের তারাদের সাক্ষী রেখে।
কালকের এ্যাসাইমেন্টটা না হয় নাইবা জমা দেয়া হলো।

শিফট শেষ হতেই ম্যানেজার বললেন, যাওয়া চলবেনা -
পরের সিফটের লোক পৌঁছেনি এখনো।
তদুপরি - আজ রাতে প্রচন্ড বুকিং রেস্তোরায়।
তাই অবশ্যই যাওয়া চলবেনা পরের সিফটের লোক আসা অব্দি।
অবশ্য কথাগুলো বললেন মার্জিত কন্ঠেই।
কঙ্কাবতী, আমার বিদ্রোহের শক্তি নেই।
স্বাধীনতা দিয়েই তো স্বাধীনতা পেতে হয়।
বন্দীর শৃঙ্খলেইতো বাজে, আসন্ন মুক্তির বিজয় ডঙ্কা।

পরের সিফটের লোক আর আসেনি। খবর পাঠিয়েছে, অসুস্থ্য।
আমার বুকের কাছে রাখা মোবাইলে তোমার পাঠানো মেসেজের কম্পন
আমার হৃদয়কে তোলপাড় করে দিচ্ছে,
যেন সমুদ্রের ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে বারবার।
আমার দেখার সাধ্য নেই, কারন আমার দু হাতের তালুতে দুটো জলন্ত সূর্য্য।
টেবিলে টেবিলে বসে আছে কপোত কপোতীর দল।
আমি আমার হৃদয়কে কেটে টুকরো টুকরো করে,
এক ডজন লাল গোলাপ বানিয়ে ছড়িয়ে দিলাম ওদের মধ্যে।

এখন মধ্য রাত। ক্লান্ত, অবসন্ন আমি, বন্ডাইর সৈকতে দাড়িয়ে,
তোমার এস, এম, এস দেখছি একের পর এক পাগলের মত।
শেষ এস, এম, এস - 'যাচ্ছি', পাঠানো রাত দশটায়।
সমুদ্র সৈকতের বালুতে বসে থাকা কিছু প্রেমিক যুগলকে চমকে দিয়ে
আমি তারস্বরে চিৎকার করে উঠি, 'হ্যাপী বার্থ ডে কঙ্কা'।